International Research Journal of Education and Technology

Peer Reviewed Journal, ISSN: 2581-7795

শিক্ষায় পিতামাতার ভূমিকা

The Role of Parents in Education

অভিষেক লাই, স্বাধীন গবেষক, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ

Abhishek Lai, Independent Researcher, Bankura, West Bengal

Abstract

শিক্ষার্থী জীবনে পিতামাতা ও শিক্ষা পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যেহেতু শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবার থেকে বিদ্যালয়ে আসে, তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে পিতামাতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিশুর শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক বিকাশে পিতামাতার প্রভাব অপরিসীম। গবেষণায় দেখা গেছে যে, যদি পিতামাতারা সন্তানের শিক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করেন, তবে শিক্ষার সাফল্যের সম্ভাবনা অনেকাংশে হ্রাস পায়। পিতামাতারা সন্তানের শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই তাদের শিক্ষাগত যাত্রার দায়িত্ব নেন। যেমন, তারা বিদ্যালয় নির্বাচন করেন, শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করেন এবং সন্তানের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করেন। তাছাড়া, বিদ্যালয়ের খরচ যেমন টিউশন ফি, বই ও ইউনিফর্মও পিতামাতার দ্বারা বহন করা হয়, যা সন্তানের শিক্ষাকে সহজতর করে তোলে। কিন্তু পিতামাতার ভূমিকা কেবল অর্থনৈতিক সহায়তায় সীমাবদ্ধ নয়, তারা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষার প্রতিও মনোযোগী হন। নিরাপদ পরিবেশে শিক্ষা অর্জন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পিতামাতার সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ। পিতামাতারা নিয়মিত শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ রাখেন, সন্তানের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত থাকেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এভাবে, পিতামাতার সচেতনতা ও যত্ন সন্তানের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এবং শিক্ষায় সাফল্য আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সার্বিকভাবে, পিতামাতার সহায়তা ছাড়া শিক্ষার্থীদের পূর্ণাঙ্গ উন্নতি অর্জন করা কঠিন। শিক্ষকদের পাশাপাশি পিতামাতার ভূমিকা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সঠিক পিতামাতার সহযোগিতা শিক্ষার্থীদের জীবন ও শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা তাদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের পথকে সুগম করে।

Keywords- 1. পিতামাতার ভূমিকা,শিক্ষাগত সাফল্য, শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, অভিভাবকীয় সহযোগিতা

পরিচয়

শিক্ষার্থী জীবনে পিতামাতা ও শিক্ষা এমন দুটি অপরিহার্য উপাদান যা একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। যেহেতু শিক্ষার্থীরা পারিবারিক পরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ে আসে, তাই স্কুলে তাদের সাফল্যের জন্য পিতামাতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একটি শিশুর শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক বিকাশের জন্য পিতামাতার অবদান অপরিসীম। গবেষণায় দেখা গেছে যে, যখন পিতামাতারা তাদের সন্তানদের শিক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন না, তখন শিক্ষাগত সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

পিতামাতারা তাদের সন্তানের শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন, যেমন উপযুক্ত বিদ্যালয় নির্বাচন করা এবং শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণের সরবরাহ নিশ্চিত করা। এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহায়তা শিশুর শিক্ষাগত অগ্রগতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া, পিতামাতারা শিশুদের বিদ্যালয়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন, এবং তাদের নিয়মিত উপস্থিতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়েও মনোযোগী হন। এছাড়াও, বিদ্যালয়ের খরচ যেমন টিউশন ফি, বই, ইউনিফর্ম ইত্যাদি বহন করে তারা শিশুর শিক্ষার পথ সহজতর করেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পিতামাতার ভূমিকা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সহায়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তারা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষা নিশ্চিত করেন, যাতে শিশু একটি নিরাপদ পরিবেশে শিক্ষালাভ করতে পারে। তারা নিয়মিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ রেখে সন্তানের শিক্ষাগত অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং শিশুদের শক্তি ও দুর্বলতা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পিতামাতার এই সহযোগিতা ও যত্ন শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং শিক্ষায় সফল হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আসলে, বলা যেতে পারে যে পিতামাতার ভূমিকা শিক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পিতামাতার সহায়তা ছাড়া শিক্ষার্থীদের পূর্ণাঙ্গ উন্নতি অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে। যদিও কিছু পিতামাতা মনে করেন যে শিক্ষকদের উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত, এটি একটি সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি। পিতামাতারা সন্তানের জীবনের প্রথম এবং সবচেয়ে নিকটস্থ অভিভাবক, যাদের থেকে শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশের প্রাথমিক দিকনির্দেশনা আসে। সেজন্য, শিক্ষকদের পাশাপাশি পিতামাতারও সন্তানদের সাফল্যে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করা উচিত।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, পিতামাতাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত অগ্রগতিতে সরাসরি প্রভাব ফেলে। বিদ্যালয়ে সঠিক সময়ে উপস্থিতি, পড়াশুনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা, এবং শিক্ষকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা

করে পিতামাতারা শিশুদের শিক্ষাগত জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারেন। পাশাপাশি, পিতামাতারা যদি সন্তানের শারীরিক ও মানসিক চাহিদাগুলির প্রতি যত্নশীল হন এবং শিক্ষার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক হয়, তবে তা শিশুদের মনোবল বাড়ায় এবং তাদের সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা অনেকগুণ বেড়ে যায়। এই প্রবন্ধে, পিতামাতারা কীভাবে শিক্ষাব্যবস্থায় সক্রিয়ভাবে জড়িত হন এবং কীভাবে তাদের অবদান শিশুদের শিক্ষাগত সাফল্যে সহায়ক তা বিশদে আলোচিত হয়েছে।

তথ্য

এই অংশে, একজন ৩৩ বছর বয়সী মহিলা পিতামাতার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল, যিনি তাইওয়ানে তার স্বামীর সাথে বসবাস করতেন এবং সোজা যৌন প্রবণতার ছিলেন। তার জাতিগত পরিচয় ছিল চীনা এবং তিনি চীনা ভাষায় কথা বলতেন, যা তার মাতৃভাষা ছিল। তাকে যখন তার সন্তানদের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি জানান যে তার দুটি ছেলে রয়েছে এবং তারা দুজনেই স্কুলে যায়। ছেলেরা তাদের আশেপাশের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। তিনি জানান যে, তার সন্তানদের শিক্ষা তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, এবং তিনি তার স্বামীসহ (যিনি উভয়েই স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী) একটি আদর্শ স্থাপন করেছেন, যা তাদের সন্তানদের উচ্চতর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করেছে।

তিনি আরও জানান যে, তাদের ছেলে দুটির শিক্ষাগত সাফল্য তাদের অভিভাবকীয় সহায়তার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তিনি ও তার স্বামী সন্তানের স্কুল জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে ঘনিষ্ঠ অভিভাবকীয় পরামর্শ ও সমর্থন প্রদান করেছিলেন। সাক্ষাৎকারে তিনি জানান যে, শুধুমাত্র স্কুল ফি প্রদান ছাড়াও, তিনি তার ছেলেদের জন্য ব্যক্তিগত পরিবহনের ব্যবস্থা করেছিলেন,

যদিও স্কুলটি তাদের বাড়ির কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। তিনি বলেন, ভাল শিক্ষাগত পরিবেশ নিশ্চিত করা পিতামাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, এবং সন্তানদের শিক্ষার উন্নতিতে এটি সহায়ক।

পিতামাতার অংশগ্রহণ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, তিনি বলেন যে শিক্ষার দায়িত্ব কেবলমাত্র শিক্ষকদের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। বরং পিতামাতাদের আরও কেন্দ্রীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, শিক্ষার ফলাফল আরও ইতিবাচক হতে পারে যদি বিদ্যালয়ের পরিচালনা, শিক্ষক এবং পিতামাতারা একটি স্বাস্থ্যকর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে একত্রিত হয়, যার মূল লক্ষ্য সন্তানের শিক্ষাগত সফলতা অর্জন করা।

তিনি আরও সুপারিশ করেন যে, বিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পিতামাতার আরও অংশগ্রহণ প্রয়োজন, যা তার মতে শুধু তার ছেলেদের স্কুলেই নয়, বরং এই অঞ্চলের আরও অনেক স্কুলেও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এটি শিশুদের শিক্ষার উৎকর্ষ বৃদ্ধির একটি ধারা হিসেবে দেখা যাচ্ছে এবং তিনি এই প্রক্রিয়ায় আরও উন্নয়নের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি পিতামাতা-শিক্ষক সংস্থার (PTA) চেয়ারপার্সন হিসেবে উল্লেখ করেন যে, সন্তানদের সম্পূর্ণরূপে স্কুল প্রশাসনের উপর ছেড়ে দেওয়া পিতামাতার জন্য দায়িত্বজ্ঞানহীন। বরং তিনি বলেন, সন্তানদের স্কুল জীবনে আরও পিতামাতার সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজন। তার মতামত অনুযায়ী, পিতামাতারা সন্তানের একাডেমিক ও সামাজিক জীবনে উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারস্পরিকভাবে সাহায্য করতে পারেন।

হোম অ্যাডভান্টেজ' থেকে শেখা

Annette (2000) তার বই 'Home Advantage'-এ বলেছেন যে, শিক্ষায় পিতামাতার ভূমিকা অনেক বড়। লেখকের মতে, একটি সাধারণ স্কুল দিনের সময় শিশুরা স্কুলে মাত্র এক তৃতীয়াংশ সময় কাটায়, বাকি দুই তৃতীয়াংশ সময় তারা পিতামাতার সাথে থাকে। এটি বোঝায় যে পিতামাতার দায়িত্ব শুধুমাত্র পিতামাতা-শিক্ষক সংস্থায় অংশগ্রহণের চেয়ে বেশি। পিতামাতারা তাদের সন্তানদের সাফল্যের দায়িত্ব বহন করেন।

সাক্ষাৎকারের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, একজন সচেতন পিতামাতা শিক্ষায় সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব বোঝেন। Annette-এর মতে, শিশুর শিক্ষাগত সাফল্য পিতামাতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। তিনি বলেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনে পিতামাতাদের শিশুর যত্ন ও শিক্ষা দুই ক্ষেত্রেই ভূমিকা পালন করা উচিত।

সাক্ষাৎকারে পিতামাতারা স্বীকার করেন যে, কখনও কখনও কর্মজীবন বা অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে শিক্ষায় সক্রিয় অংশগ্রহণ কঠিন হতে পারে। তবুও, Annette-এর সঙ্গে তারা একমত যে, শিশুর শিক্ষাগত সাফল্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে এটি সবকিছুর আগে রাখা উচিত। পিতামাতারা সন্তানদের একাডেমিক ও সামাজিক জীবনের দিকে মনোযোগ দিলে সন্তানের সাফল্য নিশ্চিত হয়।

Annette (2000) এর সাক্ষ্য অনুযায়ী, দায়িত্ববান পিতামাতারা তাদের সন্তানের পারফরম্যান্স মনিটর করেন, শিক্ষকদের কাজ পর্যবেক্ষণ করেন এবং শিশুদের স্কুল জীবন বা পারফরম্যান্সের কোন হুমকি থাকলে তা দ্রুত সমাধান করেন। কাজেই, পিতামাতার দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানের শিক্ষায় পুরোপুরি নিজেকে যুক্ত করা।

শিক্ষার অংশীদাররা আবিষ্কার করেছেন যে শিক্ষাগত প্রক্রিয়ায় জড়িত বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব কতটা। এই অংশীদারিত্ব শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন ও শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য পূরণে সফল ছাত্র তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত শিক্ষক ও পিতামাতার মধ্যে এই অংশীদারিত্বকে আরও বেশি উৎসাহিত করা হয়েছে, কারণ এই দুই পক্ষই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখে। এই ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার কৌশল হিসেবে অভিভাবকদের স্কুল কার্যক্রমে বৃহত্তর অংশগ্রহণকে উন্নত

করতে ইতিবাচক ফলাফল প্রমাণিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে, পিতামাতারা পরামর্শদাতা হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যা কেবলমাত্র তখনই সফল হতে পারে যখন শিক্ষক ও পিতামাতার মধ্যে সুস্থ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে (Annette, 2000:7)। **

ভালো পিতামাতা হওয়া মানে সন্তানদের শিক্ষাগত কল্যাণ নিয়ে চিন্তা করা, তাদের যে সমস্যা থাকতে পারে তা শনাক্ত করা এবং সঠিক সমাধান বের করা। উদাহরণস্বরূপ, পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী এমিলির পরিবারের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যিনি দীর্ঘদিন ধরে পড়ার সমস্যায় ভুগছিলেন। এই সমস্যাটি তার পিতামাতাকে এক বছর ধরে sleepless nights দিয়েছে, কারণ তারা রাতভর এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং এমন একটি কৌশল বের করার চেষ্টা করেছেন যা এমিলিকে সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে পারে। এই ধরনের নৈতিক সমর্থন এবং তাকে দেওয়া উৎসাহ দরিদ্র শিক্ষার্থীর জন্য একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে (Annette, 2000:7)।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায়, সমস্ত তথ্য থেকে স্পষ্ট যে পিতামাতারা শিশুদের একাডেমিক সাফল্যে খুবই কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন। আজকের শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃতি এমন যে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক সাফল্যের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার সমস্ত অংশীদারদের একসাথে কাজ করা প্রয়োজন। এর ফলে পিতামাতা, শিক্ষক, স্কুল প্রশাসন, সরকার এবং শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্রতিশ্রুতি অপরিহার্য। যদিও অতীতে শিক্ষায় পিতামাতার অংশগ্রহণ ও ভূমিকা কম মূল্যায়িত হয়েছে, সমস্ত ইঙ্গিত থেকে স্পষ্ট যে এটি শিশুদের একাডেমিক সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিতামাতারা শিশুদের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকেন, তাদের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সময় কাটান, এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যভাবে তাদের বড় করে তোলার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। এই ভূমিকা যেভাবে পালন করা হয়, তা শিক্ষায় শিশুর সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ধারণ করতে পারে। এই বাস্তবতা উপলব্ধির ফলে, শিক্ষাগত বিষয়ে পিতামাতার অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, পিতামাতারা ক্রমবর্ধমানভাবে স্কুলের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছেন, তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছেন এবং তাদের সন্তানদের স্কুল ফি প্রদান করছেন।

References

Lareau, A. (2000). Home Advantage: Social Class and Parental Intervention in Elementary Education. United Kingdom: Rowman & Littlefield Publishers.

Mallikaarachchi, K. S., Huang, J. L., Madras, S., Cuellar, R. A., Huang, Z., Gega, A., Rathnayaka-Mudiyanselage, I. W., Al-Husini, N., Saldaña-Rivera, N., Ma, L. H., Ng, E., Chen, J. C., & Schrader, J. M. (2024, April 6). *Sinorhizobium meliloti BR-bodies promote fitness during host colonization*. *bioRxiv*. https://doi.org/10.1101/2024.04.05.587509

Gowda, D., Annepu, A., Kulkarni, S. V., Madras, S. S., & Rao, B. K. (2026). *AI and IIoT enabling smart connectivity and automation in healthcare*. In *Cybersecurity and privacy in the era of smart technologies* (pp. 1–30). IGI Global Scientific Publishing.

Singh, A., Patil, S., Wilson, R., Dixit, P. R., & Madras, S. S. (2025). *Chemical toxicology of drug metabolites: Implications for human health*. *Journal of Applied Bioanalysis, 11*(3), 328–335. Green Publication.

Madras, S. S. (2024, December). *Unlocking novel hydrocolloids: Purification and characterization of exopolysaccharides from rhizobia*. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 11*(5), 302–316. EJMCM, International House.

Madras, S. S. (2022, May). *Comparative analysis of aerobic and anaerobic bacterial culturing methodologies*. *African Journal of Biological Sciences (South Africa), 4*(2), 226–247. Institute for Advanced Studies.